দৈনিক বাংলা

073 208

তারিখ ... 24/10/82 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম 7 ...

প্রাথমিক স্কুলকে নিকটবর্তী হাইস্কুলের সঙ্গে যুক্ত করা হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর আবদুল মজিদ খান বলেছেন দেশের প্রত্যেকটি প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে নিকটবর্তী হাইস্কুলকে কোন না কোনভাবে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

মন্ত্রী রোববার ধানমন্ডিস্থ জাতীয় শিক্ষা প্রশাসন, সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশ গণিত সমিতির 'স্কুল গণিত পরিস্থিতি' সেমিনারে একথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি প্রফেসর রমজান আলী সরদার।

শিক্ষামন্ত্রী তাঁর ভাষণে শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে বলেন শিক্ষানীতি কোন দিন চাপিয়ে দেয়া যায় না। নয়া শিক্ষানীতিতে আরবী ও ইংরেজী প্রবর্তনের বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন আরবী এমনিতেই এদেশে ঘরে ঘরে পড়ানো হয়, তবে জনগণ না চাইলে আরবী থাকবে না।

স্কুলে নতুন গণিত শিক্ষা দানের জটিলতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেয়ার পরই আমি জানতে পারি নতুন গণিত শিক্ষক বা ছাত্র কারোরই বোধগম্য হচ্ছে না। গত ছ বছর ধরে এটা চলে আসছে। গণিত পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস ও

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

আসছে বছর থেকে এসএসসি পর্যায়ে অভিন্ন কোর্স

১৯৮৫ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার্থীদের জন্য অভিন্ন কোর্স আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হবে। সরকারী সূত্রের বরাত দিয়ে বাসস একথা জানায়।

প্রচলিত গ্রুপ ব্যবস্থা—যার মধ্যে রয়েছে মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও অন্যান্য স্বতন্ত্র কোর্স তার জায়গায় এই নতুন কোর্স চালু হবে।

নতুন কোর্সে এসএসসি পরীক্ষায় ১ হাজার নম্বর থাকবে। বিষয় ওয়ারী নম্বর হবে—বাংলা ২০০, ইংরেজী ২০০ সাধারণ গণিত ২০০, সাধারণ বিজ্ঞান ২০০, ইতিহাস,

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক স্কুল

(১-এর পৃঃ পর)

সংশোধনে এগিয়ে আসার জন্যে তিনি গণিত সমিতিকে অভিনন্দিত করেন।

মন্ত্রী বলেন স্কুলে স্কুলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। সব স্কুলে সমমানের পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্যে ব্যাপকভাবে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাই হল জাতীয় শিক্ষা। এর দুটি লক্ষ্য বাংলাদেশী জাতীয়তাবোধ এবং শিশু মনের স্বাভাবিক বিকাশ।

মন্ত্রী দুঃখ করে বলেন এটা জাতীয় দৈন্য যে ২২ বছরের একজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে জানতে পারে না যে সে তার জীবন কি দিয়ে শুরু করবে। একজন মেধাবী ছাত্রের ভবিষ্যৎ যদি বিধ্বস্ত হয় তাহলে বাকীরা কোথায় যাবে?

তিনি বলেন সরকার চান শিক্ষা ব্যবস্থা যেন বিজ্ঞান সম্মত, প্রয়োজন মুখী ও জ্ঞানার্জনে সহায়ক হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব আ ফ ম খোদাদাদ খান, ডক্টর মুশফিকুর রহমান, আ ম ম শহীদুল্লাহ ও মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন।

অভিন্ন কোর্স

(প্রথম পৃঃ পর)

ভূগোল ও অর্থনীতি মিলিতভাবে ২০০।

বাধ্যতামূলক নশ নম্বর ছাড়াও ছাত্রদের একশ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে বেছে নিতে হবে।

এই এক হাজার নম্বর ছাড়াও ছাত্ররা অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে গ্রুপ তৎপরতার উপর আরেকটি বিষয় নিতে পারবে। তবে ছাত্রদের শিক্ষাগত যোগ্যতার অবস্থান নির্ণয় বা বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে এই বিষয়ের নম্বর ধরা হবে না। ছাত্রদের যে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট দেয়া হবে তাতে অবশ্য অতিরিক্ত বিষয়ে তাদের পরীক্ষার ফল উল্লেখ করা হবে।